দৈনিক বাংলা

103

তারিখ ... ...[illegible]5 April 1990
পৃষ্ঠা... ...7...কলাম... ...1...

সিনেট সভা বিষয়ে আজ শুনানি

ভিসি প্যানেল নির্বাচন : ভার্সিটি শিক্ষকদের জোর তৎপরতা

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ভিসি প্যানেল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। ওরা যে আহূত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বিশেষ সভায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের তিনটি দল তাদের নিজ নিজ প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার কাজও শুরু করেছেন।

১০৪ সদস্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ৩৫ জন প্রতিনিধি রয়েছেন। এদের মধ্যে ২২ জন "নীল" দলের, ১১জন "সাদা" দলের এবং ২জন "গোলাপী" দলের সমর্থক।

"নীল" ও "সাদা" দল ভিসি প্যানেলের জন্য দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করে ফেলেছেন বলে জানা

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ভিসি প্যানেল নির্বাচন

(প্রথম পৃঃ পর)

গেছে। "গোলাপী" দল এবার ভিসি প্যানেলে কোন প্রার্থী দিচ্ছেন না। তবে তাঁরা "নীল" দলের প্রার্থীদের সমর্থন করবেন বলে জানা গেছে।

তিন সদস্যের ভিসি প্যানেলে "নীল" দলের প্রার্থীরা হচ্ছেন মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, ভূগোল বিভাগের প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম এবং বাংলা বিভাগের প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান।

"সাদা" দলের প্রার্থীরা হচ্ছেন, বর্তমান ভিসি প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিয়া, প্রো ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দীন আহমদ।

সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধি হচ্ছেন ২৫ জন। রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় বর্তমান সিনেটে তাঁদের আসনগুলি শূন্য রয়েছে।

রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটরা তাদের বাদ দিয়ে সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৯৮৯ সালে আদালতে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আদালত সিনেট অধিবেশনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করায় গত বছর সিনেট অধিবেশন বসেনি। গত ৭ই এপ্রিল ঢাকার ৩য় অতিরিক্ত জেলা জজ সিনেট সভার ওপর নিষেধাজ্ঞা আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩রা মে সিনেট সভা ডেকেছেন।

কিন্তু রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটরা ৩য় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত সোমবার ৩য় অতিরিক্ত জেলা জজের আদালতে সিনেট সভা বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আজ (বুধবার) আবার শুনানি হবে।